তারিখ 24 MAY ২০০৫
পৃষ্ঠা ১২ কলাম

দৈনিক

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা

সরকার দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় এতদিন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তে শিক্ষক নিয়োগের যে-ব্যবস্থা চালু ছিল তার অবসান ঘটল। এখন আর সেভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবেনা।

নতুন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জেলা প্রশাসকের কাছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন। কিন্তু আবেদন জানালেই যে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে, তা নয়। জেলা প্রশাসক শিক্ষক হতে ইচ্ছুক যোগ্য ব্যক্তিদের প্যানেল থেকে চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে যে-প্রতিষ্ঠান পাবে, সে-প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য মেধাক্রম অনুসরণ করে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আওতায় ন্যস্ত করবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে এ-নিয়ম নিম্নমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শিক্ষক নিয়োগের এ-নতুন পদ্ধতি নিঃসন্দেহে আগের থেকে জটিল। অনেক বেশি আমলাতান্ত্রিকও। শিক্ষক নিয়োগে নির্বাচনী পরীক্ষা তো এখনও চালু আছে। তবে নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী একাধিকবার ও প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা-আলাদা প্যানেল তৈরি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, ব্যানবেইস প্রভৃতি ক্ষেত্রে তা পাঠানোর ব্যবস্থা হয়ত কিছু সুফলদায়ক হতেও পারে। এ পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও জেলা শিক্ষা অফিসারকে সদস্য সচিব করে আট-সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমান পদ্ধতিতে অনেক যোগ্যপ্রার্থী বাদ পড়ার অভিযোগ ছিল, তা দূর করে নিয়োগে স্বচ্ছতা আনার জন্যই ব্যবস্থাপনা কমিটির জায়গায় এ-ধরনের সরকার-নিয়ন্ত্রিত কমিটি গঠিত হয়েছে।

শিক্ষাসচিবের কথার সারবত্তা তখনই প্রমাণিত হবে যদি সত্যিই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর পর থেকে কথিত অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের আর দৃষ্টান্ত না-থাকে এবং যোগ্য শিক্ষকই নিয়োগ করা হয়। এটা ঠিকই শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারটা যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। যোগ্য শিক্ষকের সঙ্গে বস্তুত শিক্ষার সার্বিক বিষয়টিই জড়িত। এটা এক বহুল প্রচারিত অভিযোগ যে, আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজ করছে এবং শিক্ষার মান দিনদিনই হ্রাস পেয়ে চলেছে। নকল প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে, বহু পাবলিক পরীক্ষাতেই তা অকল্পনীয় ও রোমহর্ষক রূপ নিয়েছে। জাতির জন্য তা যেমন লজ্জাকর, তেমনি জাতির ভবিষ্যতকে তা ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলছে। সরকার শিক্ষক নিয়োগ-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের সব দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করায় কার্যত শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের সকল দায়িত্বও নিজের হাতেই গ্রহণ করল। এরপরও শিক্ষার মান উন্নত না হলে, নকলপ্রবণতা ক্রমশ দূরীভূত না হতে থাকলে কিংবা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে দক্ষ, সৎ ও উন্নত মেধার স্বাক্ষর রাখতে না-পারলে বুঝতে হবে, নতুন নিয়োগ-পদ্ধতিতে কোন কাজ হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক শিক্ষক নেতার বক্তব্যে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিষ্ক্রিয় করে নতুন নিয়োগ-পদ্ধতি চালুর সপক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। সেটা নতুন কোন জটিলতা সৃষ্টি ছাড়া সম্ভব কিনা, তা দেখা দরকার। সরকার-নিয়ন্ত্রিত ও আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যপুষ্ট কমিটির হাতে সব নিয়োগ ক্ষমতা ন্যস্ত করলেই যে বর্তমান পদ্ধতিতে নিযুক্তদের চাইতে অধিক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? যে- স্বচ্ছতার দোহাই দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে-স্বচ্ছতা ও প্রয়োজনীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মতো এবং দলীয়করণমুক্ত শিক্ষা প্রশাসন দেশে বিরাজ করছে কি? শিক্ষাপ্রশাসন যদি ঠিকভাবে কাজ করতো দলীয়করণের উর্ধে থাকত, দলীয় রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত থাকত, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়োগ-পদ্ধতি দিয়েই কি সুশিক্ষক নিয়োগে সুফল আশা করা যেত না? পত্রিকান্তরে রাজধানীর একটি সেরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরকারের নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তাকে স্বাগত জানানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। শুধু নতুন কমিটি গঠন ও বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর নিষ্ক্রিয়করণেই সমস্যার সমাধান হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেনা। শিক্ষা প্রশাসনকে দেশ ও জাতির প্রতি, ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি সত্যিকার দায়িত্বশীল করে তোলা, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক এবং সবরকম অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত ও শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি চালু করার ওপরই শিক্ষার মান সর্বতোভাবে উন্নত করার বিষয়টি নির্ভর করছে। কোন দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের নিজের হাতে গ্রহণ করা বস্তুত একটি "উপরসা পরিবর্তনের প্রয়াসই হতে বাধ্য। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জাতির উন্নয়নের জন্য তা যথেষ্ট নয়।